বঙ্গ সম্মেলন ২০১৮

দিলীপ চক্রবর্ত্তী

২৯ শে জুন বঙ্গ সম্মেলনের উত্তাল তরঙ্গে আটলান্টিক সিটির কনভেনশন সেন্টার প্লাবনে ভেসে গেল। অসংখ্য দর্শকের আগমনে ভরে গেল কনভেনশন সেন্টারের প্রতিটি অঙ্গন। কনভেনশন সেন্টারের আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল দর্শকদের উৎসাহ ও উত্তেজনার সুগন্ধে। আর এ বৎসর ফুটবলের 'বিশ্বকাপ' ক্রীড়া বঙ্গ সম্মেলনের অগ্নিতে ঘৃতাহূতি দিয়ে উত্তেজনার পারদকে নতুন মাত্রার তুঙ্গে তুলে দিয়েছে ।

২৯ শে জুনের বিকেল সাড়ে পাঁচটায় বঙ্গ সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্টানের সূচনা করেন আনন্দ মন্দিরের সভ্যবৃন্দ তাঁদের আবাহনী সঙ্গীত দিয়ে। তারপর চারটি দেশের (আমেরিকা, কানাডা, ভারত ও বাংলাদেশের) জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করেন চারজন অতি কুশলী তরুণ সঙ্গীত শিল্পী। এঁরা সকলেই অতি নিপূণ সঙ্গীত শিল্পী, কিন্তু এদের মধ্যে সকলকেই মুগ্ধ করেছেন তানিয়া রায় চৌধুরী তাঁর কন্ঠের নৈপুণ্য ও মাধুর্য দিয়ে। তারপর রবীন্দ্রমঞ্চে বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী সুকল্যাণ ভট্টাচার্য ও তাঁর সহশিল্পীগন নৃত্যানুষ্ঠান দিয়ে শুরু করেন ৩৮তম বঙ্গ সম্মেলন। এটি এ বছরের বঙ্গ সম্মেলনের অন্যতম সেরা মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানরূপে অতি সহজেই চিহ্নিত করা যেতে পারে।

প্রতি বছরের মত এ বছরও কতৃপক্ষ বিভিন্ন সেমিনারের ব্যবস্থা করেছিলেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল, মেডিকেল সেমিনার, বিজনেস সেমিনার ও সাহিত্য সেমিনার। মেডিকেল সেমিনারে বক্তা ছিলেন, ডাঃ কিরণ ম. দাস, ডাঃ আশিস মুখার্জী ও প্রফেসর ডঃ দেবব্রত ব্যানার্জী। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালক ছিলেন লস এঞ্জেলসের প্রতিষ্টিত ব্যবসায়ী শ্রী কল্লোল চট্টোপাধ্যায়। বিজনেস সেমিনারে বক্তা ছিলেন, সি এন এনের বিশেষ সংবাদদাত্রী শ্রীমতী আশা রংগাপ্পা। আর ছিলেন বাঙালীর গর্ব তরুণ প্রতিভা শ্রী তন্ময় বিশ্বাস। সাহিত্য সেমিনারে অংশ গ্রহণ করেন, শ্রীজাত বন্দোপাধ্যায়, অংশুমান কর, শেখর বসু ও গৌতম দত্ত।

বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সংগীত অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন কলকাতা ও উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন শিল্পীগণ। বুলবুল গাঙ্গুলির আবৃত্তিটি সকলের প্রশংশা অর্জন করেছে। 'সাত ফাকে বাঁধা' নাটক দর্শকদের হাসির খোরাক যুগিয়েছে। শুভমিতা, শোভন গাঙ্গুলী, ইমন চক্রবর্ত্তী প্রমূখরা রবীন্দ্র মঞ্চ ও নজরুল মঞ্চে সঙ্গীত পরিবেশন করে সকলের প্রশংসা অর্জন করেছেন। অনুপম রায়ের ব্যান্ড ও অপর অনুষ্ঠান "মিউজিক বিয়ন্ড বাউন্ডারিজ" প্রতিটি দর্শককে খুশি করেছে ও দর্শকদের প্রত্যাশা পূরণ করেছে। বিক্রম ঘোষের "ক্লোজিং সেরিমনি" অত্যন্ত প্রশংসার দাবী রাখে।

'আই বি এফের' অনুষ্টানটি অনেকের খুশির কারণ হলেও অনেকের কাছেই একঘেয়েমিতে ভরা ছিল। 'আজকাল' প্রদত্ত "সেরা বাঙালী" খেতাব প্রাপ্তদের অভিনন্দন জানাই। আর অভিনন্দন জানাই , আনন্দ মন্দির ও সি এ বি প্রদত্ত পুরস্কার প্রাপকদের। শুভেচ্ছা জানাই 'পি সি চন্দ্র র‍্যাফেল' এর বিজয়ীকে।

এ বছর বঙ্গ সম্মেলনে দুজন বিশেষ দর্শকের আগমন হয়েছিল, তাঁরা হলেন আমাদের সকলের অতি প্রিয় নিউ ইয়র্কে নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত শ্রী সন্দীপ চক্রবর্ত্তী এবং ত্রিপুরার রাজ্যপাল শ্রী তথাগত রায়।। এক সময়ে সন্দীপবাবু "সি এ বি"র বুথে বসে সকলের সাথে আড্ডা দিয়েছেন। তারঁ আড্ডা প্রবনতায় অনেকেই অবাক হয়েছেন – এটা ভেবে যে এহেন মানুষটিই বিভিন্ন দেশের কূটনীতিবিদদের বিভিন্ন সময়ে 'ঘায়েল' করছেন। এ মানুষটি যে কত সহজ, সরল ও সুন্দর মনের সেটা কাছে থেকে না দেখলে বোঝা যায় না।

ত্রিপুরার রাজ্যপাল বিশিষ্ট অতিথী হিসেবে বঙ্গ সম্মেলনে যোগদান করেন। তিনি কিছু সময়ের জন্য বিজনেস সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন। পরে তিনি বি ই কলেজের মিলন উৎসবে যোগদান করেন। রাজ্যপাল শ্রী তথাগত ১৯৬৬ সালে বি ই পাশ করেন। রাজ্যপাল তথাগত একসময় সি এ বি বুথের পাশে বসে উপস্থিত সকল মানুষের সাথে বাক্যালাপের মজলিসে যোগদান করেন। তাঁর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও কৌতুকবোধ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। স্বল্প সময়ের মধ্যে তিনি উপস্থিত সকল মানুষের হৃদয় জয় করে নেন।

বঙ্গ সম্মেলন যাঁরা করেছেন তাঁদের সকলের কাছেই প্রথম দিনের রেজিস্ট্রেশন নামক দুঃস্বপ্নটি ব্যর্থতার আতঙ্কে পরিপূর্ণ। কিন্তু এ বছর অত্যন্ত দক্ষতার সাথে "রেজিস্ট্রেশন" নামক বস্তুটিকে সকল দর্শকের কাছে উপভোগ্য ও সহজ করে দিয়েছেন "আই টি" বিশেসজ্ঞ শ্রী জয় ভৌমিক ও শ্রী নীলোৎপল পাল।

বেশীরভাগ সম্মেলনেই উপেক্ষিত হন সকল স্বেচ্ছাস্বেবকগণ। স্বেচ্ছাসেবকদের কঠোর পরিশ্রম বিনা কোন বঙ্গ সম্মেলন সফল হত না। আমরা সকলেই যখন কোন অনুষ্টান দেখব ভেবে অস্থির তখন লক্ষ্য করলাম এক ভদ্রমহিলা একাই হাসিমুখে সকলকে রেজিস্ট্রেশন নিয়ে সাহায্য করে যাচ্ছেন। এ ভদ্রমহিলাকে অনেক বছরেই সদা হাসিমুখে রেজিস্ট্রেশনে কাজ করতে দেখেছি। সকল স্বেচ্ছাসেবকদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

পৃথিবীতে কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয়, আমাদের অতি প্রিয় বঙ্গ সম্মেলনও নয়। বিদায়ের বাঁশি বাজল গ্রেটার ওয়াশিংটনের বাঙালী সংস্থা "সংস্কৃতিকে" বঙ্গ সম্মেলন "ফলকের" হস্তান্তরের মাধ্যমে। আগামী বছর বঙ্গ সম্মেলন করার দায়িত্ব নিলেন গ্রেটার ওয়াশিংটনের বাঙালি সংঘ "সংস্কৃতি"। ওদের জন্য আমাদের শুভেচ্ছা রইল।

এ বৎসর "ফুড" ভাল ছিল কিন্তু পরিমাণে একটু কম দেওয়া হয়েছে – অনেকের অভিযোগ ছিল। তুলনামূলকভাবে এ বছর অনুষ্ঠানগুলি অন্যান্য বছরের তুলনায় সময়মত শুরু হওয়ার ব্যর্থতায় ভুগেছে বেশী।

দু একটি ছোটখাট খামতি ভিন্ন এক কথায় বলতে পারি – এবছর বঙ্গ সম্মেলন সুন্দর, সার্থক ও সফল হয়েছে। আর এ সফল বঙ্গ সম্মেলন নামক জাহাজটির পরিচালক ছিলেন - তিন জন অতি দক্ষ নাবিক। তাঁরা হলেন – শ্রী অশোক রক্ষিত, শ্রী জয় প্রকাশ বিশ্বাস ও শ্রী সৌমেন রায়। এঁদের সকলের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, দক্ষতা ও কঠোর পরিশ্রম আমাদের হতবাক ও মুগ্ধ করেছে। অবশেষে কামনা করি – "বঙ্গ সম্মেলন যুগ যুগ জিও"।